পিতৃ-মাতৃ পূজা।

পূজা পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সঙ্কলিত।

"সেবিত্বা পিতরৌ কশ্চিৎ ব্যাধঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
লেভে সর্ব্বজ্ঞতাং যা তু সাধ্যতে ন তপস্বিভিঃ॥"

"বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্।"

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত
৬৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

ইউনাইটেড প্রেস।
৬৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।
শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র

"ঠাকুর ভাই! আপনার প্রদত্ত পিতৃমাতৃ পূজা আচরণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি এবং আমার জন্ম সফল হইয়াছে।"

শ্রীঅনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়।

কঙ্কালী ভবন, কালীঘাট।

"মহাশয়! আপনার প্রদত্ত মাতৃ পূজা প্রাপ্ত হইয়া আমার চির বাসনা পূর্ণ হইয়াছে এবং আমি তৃপ্তি-লাভ করিয়াছি।"

শ্রীধর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য

রঘুনাথপুর, বিল্বগ্রাম।

ভূমিকা।

"ন সত্যং দানমানৌ বা যজ্ঞো ব্যাপ্যাপ্তদক্ষিণাঃ।
তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা ॥
স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যাঃ পুত্রাঃ সুখানি চ।
গৃহবৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভং ॥"

"রামায়ণ।"

সত্য, দান, মান বা দত্তদক্ষিণ যজ্ঞ সকল পিতৃসেবার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফলদাতা নহে। পিতার সেবা করিলে স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ কিছুই দুর্লভ হয় না।

পিতৃমাতৃ পূজার দ্বারা মানব অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাহার ভোগে তৃপ্তি লাভ করে। তৃপ্ত মানব গুরু বরণ করিয়া ভবব্যাধিনাশক বীজ মন্ত্র গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে গৃহীত মন্ত্রই কেবল মানবকে মুক্তি প্রদান করে। সুতরাং প্রবৃত্তি মার্গে অবস্থিত মানব যাবৎ দৈহিক ভোগের আশার নিবৃত্তি না হয় তাবৎ পিতৃমাতৃ পূজা করিবেন। দৈহিক ভোগাশা নিবৃত্ত হইলেই তিনি আপনা হইতে গুরুকে প্রবৃত্তির সব দান করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবেন এবং গুরুপূজা করিতে শিখিবেন।

দেহাত্ম-জ্ঞান নাশের জন্য প্রথম শিক্ষা পিতৃমাতৃ পূজা। বালক অবস্থা হইতে প্রকৃতি গঠিত না হইলে যৌবন অবস্থায় কর্ম্ম করিতে বহু অসুবিধা হয়। তাই যাহাতে এই পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়া

থাকিলে সকলেই ইহা আগ্রহের সহিত শিখিবেন এবং বিদ্যালয়ে বালকদিগকে শিখাইবেন।

হিন্দুধর্ম্মের পর পর সোপানগুলি গোলমাল হইয়া যাওয়ায় আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় পাইয়াও কার্য্যে ফলবান হইতেছি না। যাহাতে যথাশাস্ত্র পর পর সোপান সমুদয় পুনঃ প্রকাশিত হয়, তাহাই আমার ইচ্ছা। ইহার দ্বারা একটী জীবনও যদি প্রকৃত পথ গ্রহণ করে, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

যাবৎ ধনজনের আশা থাকিবে তাবৎ নর পিতৃমাতৃ পূজা করিবেন এবং যথাসাধ্য কৌলিক (বার মাসের তের পার্ব্বণ) দুর্গা, লক্ষ্মী পূজাদি যথাকালে করিবেন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে ধন জনের আশার শান্তি কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বস্ব বিনিময়ে গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিবাহিত ব্যক্তি সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন এবং অবিবাহিত ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। ইহাই প্রকৃত পথ। এই পথ হারাইয়া আমরা সূর্য্যসমদীপ্তিমান্ ধর্ম্মাবলম্বনেও আঁধার দেখিতেছি।

পিতৃমাতৃ পূজায় প্রত্যক্ষ দেবতাদেরও পূজা করিতে হয়।
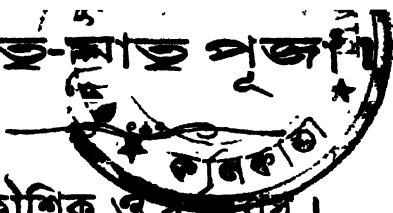
গুরুর্গঙ্গা চ মাতা চ পিতা সূর্য্যেন্দুবহ্নয়ঃ।
প্রত্যক্ষ দেবতা এতাঃ পতি স্ত্রীণাং তথাস্মৃতঃ॥

শাস্ত্রকারেরা গুরু গঙ্গা পিতা মাতা সূর্য্য চন্দ্র ও বহ্নিকে এবং স্ত্রীদিগের পতিকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াছেন।

গ্রন্থকার।

পিতৃ-মাতৃ পূজা

কৌশিক ও ধর্মব্যাধ।

পূর্ব্বকালে কৌশিক নামে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তপোধন কৌশিক একদিন বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় একটী বক তাঁহার মাথায় মল ত্যাগ করিয়াছিল। তাহাতে দ্বিজসত্তম রুষ্ট হইয়া বকটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় বকটী মরিয়া ভূমিতে পড়িয়াছিল। দ্বিজ তাঁহার ক্রোধের দোষে অপর একটী প্রাণী মরিল দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। "আমি কি অন্যায় করিলাম! হায়! আমি কি পাপ করিলাম!" ইত্যাদি বাক্য বলিতে বলিতে তিনি ভিক্ষার জন্য নিকটস্থ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন।

সেই গ্রামে পতিব্রতা নামে এক সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার পতির সহিত বাস করিতেন। তিনি পতিকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানিতেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। তিনি পতির সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী ছিলেন। তিনি কখনও পতির নিন্দা করিতেন না বা অন্য কেহ নিন্দা করিলে তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি পতি না খাইলে খাইতেন না এবং পতি না শুইলে শুইতেন না। পতিকে দেখিবামাত্র তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং পতি না

বসিলে তিনি বসিতেন না। তিনি সর্ব্বদা স্বামীর নিকট বিনীতভাবে থাকিতেন এবং নম্রভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। স্বামী বিদেশে গমন করিলে পতিব্রতা চুল বাঁধিতেন না, ভাল কাপড় পরিতেন না, ভাল দ্রব্য খাইতেন না, কোনরূপ হাস্য-আমোদ করিতেন না, কোন কৌতুক-ক্রীড়াদি দেখিতেন না, বা কোন পুরুষের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। সদাচারবতী, শুচি এবং কার্য্যকুশলা পতিব্রতা সর্ব্বদাই ভর্ত্তার হিত-চিন্তা করিতেন। তিনি প্রত্যহ পতি পূজা করিয়া পতির চরণামৃত পান করিয়া পতির প্রসাদ ভোজন করিতেন।

কৌশিক ভিক্ষার জন্য ঘুরিতে ঘুরিতে পতিব্রতার গৃহে উপস্থিত হইয়া পতিব্রতাকে দেখিয়া বলিলেন—"মা! আমি দেহী আমাকে ভিক্ষা দাও।" পতিব্রতা আগত অতিথিকে "আপনি অপেক্ষা করুন আমি ভিক্ষা আনিতেছি" বলিয়া ভিক্ষা আনিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র দেখিলেন তাঁহার পতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। পতিকে দেখিবামাত্র পতিব্রতা তাঁহার পূজা করিলেন।

পতিপূজা করিয়া পতিব্রতা স্বামীকে প্রণাম করিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র লইয়া কৌশিককে ভিক্ষা দিবার জন্য বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! ভিক্ষা গ্রহণ করুন।" কৌশিক ঈষৎ রোষের সহিত বলিলেন, "ভাল কথা, মা! বল দেখি আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি। ভিক্ষা দিবে না বলিলেই আমি চলিয়া যাইতাম।" পতিব্রতা ব্রাহ্মণের অমর্ষ দেখিয়া তাঁহাকে শান্তভাবে বলিলেন, "হে বিদ্বন্! আমাকে ক্ষমা করুন। স্ত্রীর পতি

অপেক্ষা জগতে কেহ শ্রেষ্ঠ নয়। আমি ভিক্ষা আনিতে গমন করিয়া দেখিলাম আমার পতি গৃহে উপস্থিত রহিয়াছেন। আমি শত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রে তাঁহার পূজা করি। সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিয়া আসিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে। আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।” তাহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন, “ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও কি তোমার পতি শ্রেষ্ঠ? গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া তুমি ব্রাহ্মণের অপমান কর? ব্রাহ্মণেরা যে ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে পারেন!”

পতিব্রতা বিনীত স্বরে উত্তর করিলেন, “হে ঠাকুর! আমি বকী নই যে আপনার কোপদৃষ্টিতে ভস্ম হইব। হে তপস্বী! আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে বিলম্ব করিয়াছি তাহাতে আমার কোন দোষ হয় নাই। ব্রাহ্মণদিগের মাহাত্ম্য আমি জানি, কিন্তু আমার উপর অযথা রাগ করিয়া আপনি আমার কিছুই করিতে পারিবেন না। পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার কেহ নাই, পতিপূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম আমার কিছু নাই এবং পতিসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আমার আর নাই। হে বেদজ্ঞ! ক্রোধ জীবের প্রধান রিপু, আপনি উহা ত্যাগ করুন।”

কৌশিক অবলামুখে সর্ব্বজন অবিদিত তাঁহার বকভস্মের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে বলিতে লাগিলেন, “মা! দুঃসাধ্য তপস্যা করিয়াও যে দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, তুমি কিরূপে তাহা ঘরে বসিয়া লাভ করিলে? মা! আমার আর রাগ নাই। আমাকে শীঘ্র তোমার দিব্যজ্ঞান লাভের উপায় বল।”

পতিব্রতা বলিলেন, "হে বিপ্র! কেবল মাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে।"

কৌশিক বলিলেন, "মা! বল তোমার সেই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের কথা, আমাকে একবার বল! কঠোর তপস্যায়ও যে ফল পাওয়া যায় না—গৃহে বসিয়া যে কর্ম্ম করিলে সেই ফল পাওয়া যায়, তাহা আমাকে বল।"

তখন পতিব্রতা যথাশাস্ত্র পতিপূজার নিয়মাদি কৌশিককে শুনাইলেন।

কৌশিক নীরবে পতিব্রতা কথিত পতিপূজার নিয়ম সকল শুনিলেন। পতিব্রতা তাঁহার কথা শেষ করিলে তিনি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, "হে পতিব্রতে! তুমি ধন্যা! তোমার জন্ম সার্থক! এ জগতে এরূপ সুন্দর ধর্ম্মের কথা আমি আর কখন শুনি নাই। মা! তোমার কথাগুলিতে আমার দেহ পবিত্র হইল। যে স্ত্রী এই উত্তম সহজ ধর্ম্মপথ পাইয়াও আলস্যদোষে ইহা গ্রহণ করেন না, তিনি নিশ্চয়ই হতভাগিনী; এবং যে পতি এই সহজ ধর্ম্ম তাঁহার পত্নীকে শিক্ষা দেন না তিনি তাঁহার পত্নীর উপর কর্ত্তব্য পালনের ক্রটী করেন। হে সাধ্বি! আহা! আহা! এমন সুখ-সাধ্য উত্তম ধর্ম্ম আমি আর শুনি নাই। ইহাতে যে স্ত্রীগণের ভূতভবিষ্যৎ জ্ঞান জন্মিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? মা! বল আমার গতি কি হইবে? আমাদের জন্য যদি কোন সহজ উপায় থাকে, মা! আমাকে তাহা বলিয়া দেও। আমি মহাপাপী, মা! আমায় ত্রাণ কর!" ইহা বলিয়া কৌশিক কাঁদিতে লাগিলেন।

পতিব্রতা কৌশিককে কাঁদিতে দেখিয়া করুণস্বরে বলিলেন, "হে দেব! আপনি কাঁদিবেন না। আপনাদের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতা; যাবত না তাঁহাদের পূজায় সিদ্ধিলাভ হয়, তাবত তাঁহাদের ভজনা করাই আপনাদের কর্ত্তব্য। আপনি পিতৃমাতৃ পূজা না করায় কঠোর তপস্যা করিয়াও ফল পাইতেছেন না।"

কৌশিক কহিলেন, "হে পতিব্রতে! পিতৃমাতৃ পূজায় কি ফল পাওয়া যায়, আমাকে বল?"

পতিব্রতা কহিলেন, "হে দ্বিজ! পিতৃমাতৃ পূজার ফলে মানুষ ধার্ম্মিক হইয়া অতুল সুখ-সম্পদ ভোগ করে।

তখন কৌশিক অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, "মা! তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে পিতৃমাতৃ পূজা শিখাইয়া দেও।"

পতিব্রতা কহিলেন, "হে ভূদেব! আপনি মিথিলায় ধর্ম্ম-ব্যাধের কাছে গমন করুন, তিনি আপনাকে পিতৃমাতৃ পূজা শিখাইয়া দিবেন।"

কৌশিক তখন পতিব্রতাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

সতীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌশিক সেই দিবসেই মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নানা গ্রাম, নদী, বন এবং মাঠ অতিক্রম করিয়া কৌশিক মিথিলায় পৌছিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি ধর্ম্মব্যাধের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মৈথিলেরা তাঁহাকে একটী মাংসের দোকান দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ মাংস বিক্রেতা মহাজনই ধর্ম্মব্যাধ নামে খ্যাত।" কৌশিক সেই বিপণির এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মব্যাধের

মাংস বিক্রয় দেখিতে লাগিলেন। কিছুকাল অন্তরে জনতা কমিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মব্যাধ অবসর পাইয়া কৌশিককে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—“হে কৌশিক! আপনি পতি-ব্রতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ সুতরাং আমার গুরু।” কৌশিক উহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “হে ধর্ম্মব্যাধ! আমি আপনার দিব্যজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি কঠোর তপস্যা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, আপনি মাংস বিক্রয়রূপ নীচ কর্ম্ম করিয়াও কিরূপে তাহা লাভ করিলেন?” ধর্ম্মব্যাধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলি-লেন, “আমার কর্ম্ম নীচ হইলেও, আমি কুলধর্ম্ম পালন করিতেছি বলিয়া উহা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। হে বিপ্র! সংসারী ব্যক্তি শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ দেবতা পিতা-মাতাকে পূজা করিলে সকল সিদ্ধিই লাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজ! আপনি আমার সহিত এখন আমার গৃহে চলুন।”

কৌশিককে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মব্যাধ যথাসময়ে গৃহে পৌছিলেন এবং তাঁহাকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তখন কৌশিক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“হে লুব্ধক! আপনি যে শিষ্টাচারের কথা বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।”

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন, “সত্য পালন, গুরুজনের সেবা, প্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং দান করা; অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি ও সন্তোষ

রক্ষা করা ; এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য ত্যাগ করাকে শিষ্টাচার বলে।"

কৌশিক বলিলেন, "হে মৃগজীবন! আপনার কথা শুনিয়া আমি আনন্দ লাভ করিতেছি। এক্ষণে আপনি কিরূপে পিতৃমাতৃ পূজা করিতে হয় তাহা বলুন।"

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণপুঙ্গব! যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া আমি সংসারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। আপনি আমার সঙ্গে ঘরের ভিতরে আগমন করুন, আমি এখন আমার পিতামাতার পূজা করিব।"

কৌশিক উহা শুনিয়া ধর্ম্মব্যাধের সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহস্থিত বস্তুগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত ছিল। গৃহে সুন্দর শয্যার উপর ধর্ম্মব্যাধের পিতা ও মাতা বসিয়াছিলেন। তিনখান আসন, এক ঘটী জল, এক জোড়া কোশাকোশী, দুইটী শঙ্খ, একটী তাম্রকুণ্ড, দুইটী বাটী, একটী ঘণ্টা, একটী ধুনচী, একটী প্রদীপ, একখান থালায় ফুল, চন্দন, দূর্ব্বা, তিল, কুশ, আতপ চাউল, যব এবং সর্ষপ, অপর দুইখান থালায় নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য, দুই গেলাস জল এবং দুই ডিবে পান সেই ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। সেই ঘর দর্শন করিলেই বোধ হয় যেন উহা দেবতা পূজার জন্যই মাত্র ব্যবহৃত হয়। এই সকল দেখিয়া কৌশিকের মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়াছিল। ধর্ম্মব্যাধ কৌশিককে সেই গৃহের এক পার্শ্বে বসিতে দিয়া বলিলেন, "হে তপোধন! আপনি আমার পিতৃমাতৃ পূজা অবলোকন করুন।"

ধর্ম্মব্যাধের পিতৃ-মাতৃ পূজা।

ধর্ম্মব্যাধ পিতামাতার নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"হে প্রত্যক্ষ দেবতাদ্বয়! আপনারা আজ্ঞা করুন, আমি আপনাদের পূজা করিব।" ধর্ম্মব্যাধের পিতামাতা "তথাস্তু" বলিলেন।

ধর্ম্মব্যাধ দুই খান আসন বিছাইয়া পিতামাতাকে দক্ষিণমুখী বসাইলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে নিজে একখান আসন বিছাইয়া উত্তরমুখী বসিলেন।

তিনি এক বিন্দু জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া 'বিষ্ণুকে নমস্কার' বলিয়া তাহা পান করিলেন। আরও দুইবার ঐরূপ আচমন করিলেন। পুনরায় তিনি দক্ষিণ হাতে একটু জল লইয়া "হে বিষ্ণু! অদ্য অতুল সুখ সম্পদ লাভের জন্য এবং তাহা ভোগজনিত নিবৃত্তি উদ্ভবের জন্য আমি পিতৃমাতৃ পূজা করিব।" বলিয়া হাতের জল ঈশান কোণে ফেলিয়া দিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

লাল চন্দন দ্বারা নিজের আসনের নীচে একটী ত্রিভুজ আঁকিয়া "আধার শক্তিদিগকে নমস্কার" বলিয়া তিনি সেই ত্রিকোণে একটী চন্দনযুক্ত ফুল দিলেন। তিনি আসন ধরিয়া বলিলেন, "আসন মন্ত্রের মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলছন্দ কূর্ম্ম দেবতা। আসনে বসিবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়।" এবং হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "হে পৃথিবি! তুমি লোক সকলকে ধারণ করিয়াছ; বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন; তুমি আমাকে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া আমার আসন পবিত্র কর।" আবার

চন্দন দ্বারা আসনের উপর একটী ত্রিভুজ আঁকিয়া, "আধার-শক্তি কমলাসন তোমাকে নমস্কার" বলিয়া তাহাতে একটী গন্ধ-পুষ্প দিলেন। এইরূপে ধর্ম্মব্যাধ আসনশুদ্ধি করিলেন।

ধর্ম্মব্যাধ নিজের বামদিকে ভূমিতে চন্দন দ্বারা একটী ত্রিকোণ আঁকিয়া "আধার শক্তিদিগকে নমস্কার" বলিয়া তাহাতে একটী গন্ধপুষ্প দিলেন। তারপর কোশা তাহার উপর রাখিয়া কোশায় জল, বেলপাতা, দূর্ব্বা, তুলসী, আতপ চাউল ও ফুল দিলেন। দক্ষিণ হস্তের মধ্য আঙ্গুলকে ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্বে লাগাইয়া মধ্যমার পৃষ্ঠ দ্বারা জল আলোড়ন করিতে করিতে বলিলেন, "গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু ও কাবেরী আদি নদী সকলের জল আমার এই জলে আগমন করুক।" এইরূপে তিনি সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিলেন।

বামহাতে ঘণ্টা বাজাইয়া দক্ষিণ হাতে আতপ চাউল ছড়া-ইতে ছড়াইতে "ভূমিস্থিত ভূত সব সরিয়া যাও এবং বিঘ্নকারী ভূত সব শিবের আজ্ঞায় নষ্ট হও" বলিয়া তিনি ভূতাপসারণ করিলেন।

তিনি চন্দনযুক্ত একটী লালফুল উভয় করে পেষণ করিয়া উহার ঘ্রাণ লইলেন এবং উহা ঈশান কোণে ফেলিয়া দিয়া করশুদ্ধি করিলেন।

সামান্যার্ঘ্য জল পূজার দ্রব্যাদিতে ছিটা দিয়া সমস্ত অমৃতময় হইল চিন্তা করিয়া তিনি পূজাদ্রব্য শুদ্ধি করিলেন।

তখন ধর্ম্মব্যাধ একটী বাটী পিতার সম্মুখে এবং অপর বাটী মাতার সম্মুখে রাখিলেন এবং তাম্রকুণ্ডটী উভয়ের মধ্য-স্থানে রাখিলেন।

"দেব গণেশ! এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম।"
"গুরুদেব!* এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম।"
"মাতর্গঙ্গে! এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম।"
"সূর্য্যদেব! এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম।"
"চন্দ্রদেব! এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম।"
"বহ্নিদেব! এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম।"

বলিয়া তিনি এক একটী গন্ধ পুষ্প তাম্রকুণ্ডে পিতামাতা ভিন্ন অন্যান্য প্রত্যক্ষ দেবতাদের দিলেন।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্রোড়ে হস্তদ্বয় রাখিয়া পিতার মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতে দেখিতে তিনি ধ্যান পড়িলেন।

"মনইন্দ্রিয়যুক্ত স্থূক্ষ্মদেহের উৎপাদক অসিবংশী ও মুণ্ডধারী মম জন্মদাতাকে ধ্যান করি।"

এবং হৃদয়স্থিত পিতাকে মনে মনে পূজা করিলেন, যথা—"জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! আপনাকে ক্ষিতিতত্ত্বগন্ধ অর্পণ করিলাম।"

এইরূপ বলিয়া 'আকাশতত্ত্বপুষ্প', 'বায়ুতত্ত্ব ধূপ', 'তেজতত্ত্ব দীপ' এবং 'অপতত্ত্ব নৈবেদ্য' দিয়া পিতার মানস পূজা করিলেন।

"পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপ। পিতা সন্তুষ্ট হইলে সর্ব্বদেবতাই প্রীত হইয়া থাকেন।" বলিয়া তিনি হৃদয়স্থ পিতাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া চক্ষু মেলিলেন।

তিনি একটী ফুল স্বীয় বক্ষের নিকট ধরিয়া আবার পূর্ব্বোক্ত

* যাবত মন্ত্রদাতা গুরু না হ'ন, তাবত সহস্রারস্থ শিবই গুরু।

ধ্যান পড়িলেন ও ফুলটী পিতার সম্মুখস্থ তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিলেন।

পিতার সম্মুখের বাটীর উপর পিতার দক্ষিণ পদ ধীরে ধীরে আনিয়া রাখিলেন এবং ঘটী হইতে জল ঢালিয়া "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! আপনাকে পাদ্য অর্পণ করিলাম" বলিতে বলিতে পাদ ধৌত করিয়া গামছার দ্বারা ভালরূপে মুছিয়া দিলেন।

একটী শঙ্খে জল, আতপ চাউল, যব, তিল, সর্ষপ, কুশ, দূর্ব্বা, তুলসী ও ফুল দিয়া "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! আপনাকে এই অর্ঘ্য অর্পণ করিলাম।" বলিয়া উহা পিতার মাথায় স্পর্শ করাইয়া রাখিয়া দিলেন।

একটু সামান্যার্ঘ্য জল লইয়া পিতার ওষ্ঠদ্বয় মুছিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! আপনাকে এই আচমনীয় অর্পণ করিলাম।" একটু চন্দন পিতার নাকের নিকট ধরিলেন এবং "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! এই গন্ধ আপনাকে অর্পণ করিলাম!" বলিয়া উহা পিতার কপালে দিয়া দিলেন।

ফুল দিয়া পিতাকে সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন, "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! এই পুষ্প আপনাকে অর্পণ করিলাম।"

তিনি ধূনচীতে ধূপ দিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে উহা পিতার বাম দিক দিয়া নাক পর্য্যন্ত তুলিয়া দক্ষিণ দিক দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! এই ধূপ আপনাকে অর্পণ করিলাম।" বলিয়া উহা পিতার বামে রাখিয়া দিলেন।

তিনি দীপ হাতে লইয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে উহা পিতার দক্ষিণ দিক দিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত তুলিয়া বাম দিক দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! এই দীপ আপনাকে অর্পণ করিলাম।" বলিয়া উহা পিতার দক্ষিণদিকে রাখিয়া দিলেন।

খাদ্যদ্রব্য সহ থালা পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! এই নৈবেদ্য আপনাকে অর্পণ করিলাম।"

এক গেলাস জল পিতার সম্মুখে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! এই পানীয়-জল আপনাকে অর্পণ করিলাম।"

পান সহ ডিবে পিতার সম্মুখে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "হে জন্মদাতা সর্ব্বদেবময় পিতঃ! এই তাম্বুল আপনাকে অর্পণ করিলাম।"

পিতার পদ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন, "পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরমতপ। পিতা প্রীত হইলে সর্ব্বদেবতাই প্রীত হইয়া থাকেন।" এইরূপে পিতাকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মব্যাধ হাতযোড় করিয়া পিতার স্তব পাঠ করিলেন—

"হে পিতঃ জন্মদাতা সর্ব্বদেবময়! হে সুখদ প্রসন্ন সুপ্রীত মহাত্মা! হে করুণাসাগর! আপনি সর্ব্বযজ্ঞের স্বরূপ, স্বর্গ পরমেষ্ঠি এবং সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল, আপনাকে নমস্কার। হে সদাশুতোষ শিবরূপ! আপনাকে নমস্কার। হে সদাপরাধ-ক্ষমাকারী সুখরূপ সুখদাতা! আপনার কৃপায় এই দুর্লভ মানুষ-

জন্ম প্রাপ্ত হইয়া আমি ধর্ম্মকার্য্যোপযোগী হইয়াছি। হে পিতঃ! আপনাকে বার বার নমস্কার। আপনার দর্শনই আমার তীর্থ-স্নান, তপ, হোম ও জপ। হে মহাগুরুর গুরু পিতঃ! আপনাকে নমস্কার। কোটী কোটী পিতৃতর্পণ এবং শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল আপনার স্তবপাঠ ও আপনাকে প্রণাম করিলেই হয়, হে পিতঃ! আপনাকে বার বার নমস্কার করি"। 'পিতার এই স্তব প্রত্যহ প্রাতে, পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে, নিজের জন্ম দিনে এবং সাক্ষাৎ পিতার অগ্রে দাঁড়াইয়া যিনি পাঠ করেন জগতে তাঁহার দুর্লভ কিছু থাকে না। তিনি সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। পুত্র নানা অপকর্ম্ম করিয়াও এই পিতৃ-স্তব পাঠ করিলে সর্ব্ব-পাপমুক্ত হইয়া সুখী হয় এবং নিত্য পিতার প্রীতিকর হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মক্ষম হয়।'

তিনি এইরূপে পিতার স্তব পাঠ করিয়া হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "হে পিতৃদেব! আপনি আজ্ঞা করুন, আমি মাতৃ-পূজা করিব।" তখন তাঁহার পিতা 'তথাস্তু' বলিলে তিনি মাতৃ-পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধর্ম্মব্যাধ ক্রোড়ে হস্তদ্বয় রাখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া মাতার মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতে দেখিতে ধ্যান পাঠ করিলেন—"দশেন্দ্রিয় যুতা, স্থূল দেহের উৎপাদিকা, বরাভয়করা, শুভাগর্ভধাত্রীকে ধ্যান করি।" তারপর "ওমা গর্ভধাত্রী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা মাতা! তোমাকে এই ক্ষিতি রূপ গন্ধ অর্পণ করিলাম।" এবং এইরূপে 'আকাশ-রূপ পুষ্প,' 'বায়ুরূপ ধূপ,' 'তেজরূপ দীপ' এবং 'অপরূপ নৈবেদ্য' মনে মনে মাকে দিয়া মায়ের মানসপূজা করিলেন। "সর্ব্বদুঃখ-দূরকারিণী নির্দ্দোষা মহামায়া দয়ার্দ্র-হৃদয়া শিবা ধরিত্রী জননী

মাতা! তোমাকে নমস্কার।" বলিয়া মাকে মনে মনে প্রণাম করিলেন।

তিনি একটী ফুল স্বীয় বক্ষের নিকট ধরিয়া আবার ধ্যান পড়িলেন ও ফুলটী তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া 'বাহ্যপূজা' আরম্ভ করিলেন।

মাতার সম্মুখের বাটীর উপর মাতার বামপদ ধীরে ধীরে আনিয়া রাখিলেন এবং ঘটী হইতে জল ঢালিয়া "গর্ভধাত্রী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা মাতা! তোমাকে এই পাদ্য অর্পণ করিলাম" বলিতে বলিতে পদধৌত করিয়া গামছার দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া দিলেন।

উক্ত বাক্যে তিনি মাতাকে অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয় জল এবং তাম্বুল প্রদান করিলেন। পিতৃ পূজায় যেরূপভাবে ঐ সমস্ত দ্রব্য পিতাকে দিয়াছিলেন এখনও সেইরূপ ভাবেই মাতাকে ঐ সমস্ত দ্রব্য দিলেন। তিনি মাতার পদ মস্তকে ধারণ করিয়া হৃদয়ে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বদুঃখদূরকারিণী নির্দ্দোষা মহামায়া দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা ধরিত্রী জননী মাতা! তোমাকে নমস্কার।"

ধর্ম্মব্যাধ হাতযোড় করিয়া মায়ের স্তব পড়িলেন—

"যথা গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, বিষ্ণুর সমান প্রভু নাই, এবং শিবের সমান পূজ্য নাই, মা! তথা তোমার সমান গুরু নাই। মা! মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শিবা, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, নির্দ্দোষা, সর্ব্বদুঃখহা, আরাধনীয়া, পরমা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া এবং দুঃখহন্ত্রী, তোমার এই একবিংশতি নাম শুনিলে বা শুনাইলে মানব সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।"

স্তব পাঠান্তে "হে পিতঃ! হে মাতঃ! আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" বলিয়া একটু জল পিতা ও মাতার মধ্যবর্ত্তী তাম্রকুণ্ডে দিলেন।

তখন পিতামাতা 'তথাস্তু' বলিলে তিনি তাম্রকুণ্ড হইতে দুইটী ফুল লইয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে পিতামাতার মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিয়া উহা ঈশানকোণে ফেলিয়া দিলেন।

ধর্ম্মব্যাধ হস্তদ্বয় উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "হে পিতৃগণ! আমার বিত্ত নাই, আমার ধন নাই এবং শ্রাদ্ধ উপযুক্ত দ্রব্যও কিছু নাই, আমি ভক্তির সহিত আপনাদিগকে প্রণাম করিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়াছি, আপনারা তৃপ্তিলাভ করুন।"

তারপর পিতামাতার পদধৌত জল তাঁহাদের সম্মুখস্থ বাটীদ্বয় হইতে গ্রহণ করিয়া—"সদ্য পুণ্যফলপ্রদ সর্ব্বপাপনাশক সর্ব্বমঙ্গলের কারণ, সর্ব্বদুঃখবিনাশক, সর্ব্বশত্রুনাশক. সর্ব্ব ভোগপ্রদ এবং সর্ব্বতীর্থের ফলদাতা চরণামৃত মাথায় ধারণ করি"—বলিয়া মাথায় দিলেন এবং "মহাপাপী বা শতশত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিও পিতামাতার চরণামৃত পান করিলে মুক্তি-লাভ করে সন্দেহ নাই" বলিয়া পান করিলেন।

ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে পিতামাতার পূজা সমাপ্ত করিয়া কৌশি-ককে বলিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ! এই পিতামাতাই আমার পরম-দেবতা। ইহাদিগকে পুষ্প গন্ধ ও আহারাদি দ্বারা আমি সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট করিয়া থাকি। হে দ্বিজ! আমি স্বয়ং পিতা-মাতাকে স্নান করাই, স্বয়ং তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করি এবং স্বয়ংই ভোজ্য প্রদান করি। পিতামাতার প্রিয়কার্য্য সাধনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া আমি তাহার সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করি।

কৌশিক এ যাবৎ কাল নীরবে ধর্ম্মব্যাধের সকল কর্ম্ম দর্শন করিতেছিলেন। ধর্ম্মব্যাধের বাক্য শেষ হইলে তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "হে যত-ব্রত ধর্ম্মজ্ঞ! অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। অদ্য আমার দেহ মন বাক্য পবিত্র হইল। হে ধর্ম্মব্যাধ! আমার উপায় কি হইবে?" ধর্ম্মব্যাধ কহিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! আপনি সত্বর গৃহে গমন করুন এবং সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ আপনার পিতামাতার পূজা করিতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

কৌশিক বলিলেন, "হে ব্যাধশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক। আমি অদ্যই স্বদেশে গমন করিব।" এই বলিয়া কৌশিক ধর্ম্ম-ব্যাধকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কৃতবোধ ও তুলাধার।

পুরাকালে তপোদেব নামে এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কৃতবোধ নামে এক পুত্র ছিল। কৃতবোধের চিত্ত তপস্যা প্রিয় ছিল। কৃতবোধ পিতামাতার অমতে তপস্যার জন্য অভিলাষী হইলে তপোদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, "হে পুত্র! গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিয়া পিতৃমাতৃ-পূজা, তাঁহাদের সেবা, অতিথি সৎকার এবং অভ্যস্ত বিদ্যার অনুশীলন কর, তাহাতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" তিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিলেও কৃত-বোধ তাঁহার কথা অবহেলা করিয়া বনে গিয়াছিলেন।

কৃতবোধ সমুদ্রতীরে গমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়া আপনাকে সিদ্ধতাপস মনে করিলেন এবং তপো গর্ব্বিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন সমুদ্রে স্নান করিতে যাইবার পথে এক উড্ডীন বক তাঁহার দেহে মলত্যাগ করিল। কৃতবোধ সক্রোধে বকটীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় বকটী ভূমে পড়িয়া মরিল। ইহাতে কৃতবোধের গর্ব্ব আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল।

অহঙ্কারী কৃতবোধ এক দিন মধ্যাহ্নকালে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহে গৃহস্বামীর পুত্র তাহার নিদ্রিত পিতার পদদ্বয় স্বীয় উরুদেশে রাখিয়া পদসেবা করিতেছিলেন। বালক অতিথি দেখিয়াও কোন কথা কহিল না, অবলোকন করিয়া কৃতবোধ সক্রোধে বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ-পুত্র! তোমার গৃহে কি ধর্ম্ম নাই? অভ্যাগত ব্রাহ্মণ তোমার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকাতেও তুমি তাহার কোনরূপ অভ্যর্থনা করিতেছ না। অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপুণ্যবিহীন হইয়া পাপভাগী হয়। যে গৃহে অতিথিসেবা হয় না, সে গৃহ শ্বপচজাতির বাসস্থলরূপ অরণ্যমাত্র। অতিথিকে যথাযোগ্য সেবা করিবে, অন্ততঃ মিষ্টবাক্য দ্বারাও তুষ্ট করিবে। হে কুমার! আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়া গমন করিব।"

ব্রাহ্মণতনয় উহা শুনিয়া বলিলেন, "অতিথে! আমার প্রতি আপনি কেন ক্রোধ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন? অতিথিরা ভূতলে ধর্ম্মরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন তাহা আমি জানি। কিন্তু আমি পিতার অধীন ও আজ্ঞাবাহক। আমি যাহা উপার্জ্জন করি,

তৎসমস্তই আমার পিতার। আমার আপন বলিতে কেবল পিতামাতাকেই জানি, আর যত সমস্তই পিতামাতার। ভার্য্যা, পুত্র এবং ভৃত্যের সকল কার্য্যই তাহাদের স্ব স্ব প্রভুর ফলজনক। আপনি অতিথি বাচ্য হইলে, আমার পিতার অতিথি। আমার পিতা নিদ্রাগত; পিতার নিদ্রাভঙ্গ করা আমার অধর্ম্ম। পরন্তু আপনি অতিথির উপযুক্ত না। কারণ আপনি একটী বকপক্ষীকে মারিয়া সেই দম্ভে বিচরণ করিতেছেন। হে তাপস! আমি বক নই যে আমাকে মারিবেন। আমি পিতৃ-মাতৃ-পূজাকারী ব্রাহ্মণ-নন্দন, আমাকে অভিশাপ দিলে আপনিই অভিশপ্ত হইবেন।"

ব্রাহ্মণাত্মজের তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতবোধ একেবারে হতগর্ব্ব হইয়া বলিলেন, "হে দ্বিজসূনু! আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির অবিদিত আমার সেই বক-নিধন সংবাদ তুমি কিরূপে জানিলে? এই অপূর্ব্ব জ্ঞান তোমার কিরূপে লাভ হইল? আমি দ্বাদশ বৎসর কাল দেহকে নানারূপ ক্লিষ্ট করিয়াও যে জ্ঞান প্রাপ্ত হই নাই, তুমি এই অল্প বয়সে গৃহে বসিয়া কিরূপে তাহা লাভ করিলে?" অগ্রজন্মাত্মজ বলিলেন, "হে তপস্বী! পিতৃমাতৃ পূজার ফলেই আমার এই ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান জন্মিয়াছে। আপনি বারাণসীতে তুলাধার ব্যাধের নিকট গমন করুন, তিনি আপনাকে পিতৃমাতৃ পূজার উপদেশ দিবেন।"

বিপ্রপুত্র এইরূপ বলিলে কৃতবোধ তৎক্ষণাৎ কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জাগ্রত হইয়া যথাশক্তি অভ্যাগত কৃতবোধের পূজা করিলেন এবং স্বীয় নিদ্রাজনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সেই দিবস তাঁহাকে নিজ গৃহে

রাখিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে কৃতবোধ গৃহী ও তাঁহার পুত্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে শত শত ধন্য-বাদ দিয়া বারাণসী যাত্রা করিয়াছিলেন।

কৃতবোধ বহু পর্য্যটনের পর বারাণসীতে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তুলাধার সস্ত্রীক হট্টে মাংস বিক্রয় করিতেছেন। অথচ তাঁহারা ধর্ম্মতেজে জাজ্বল্যমান। কৃতবোধ তুলাধারের বিপণির এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের মাংস বিক্রয় দেখিতে লাগিলেন। তুলাধার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন, "হে দ্বিজ কৃতবোধ! সেই ব্রাহ্মণকুমারের বাক্যে অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং তাহার দ্বারা আমার নিকটে প্রেরিত হইয়া আপনি সুখে আসিয়াছেন ত? আপনার তপোমদ তিনি দূর করিয়াছেন, আমি আপনাকে সহজ ধর্ম্ম পথ দেখাইয়া দিব। আপনি আমার গৃহে আসুন। আপনি আমার অতিথি।" পরম বিস্ময়ে নির্ব্বাক কৃতবোধ সাধুধর্ম্মী ব্যাধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

মৃগজীবনের সুন্দর গৃহ নানা শোভায় শোভিত ছিল। পিতৃমাতৃভক্ত লুব্ধক সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্রূপে অবস্থিত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পুত্র তুলাধারকে তাঁহার পিতা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "হে পুত্র স্বকার্য্য করিয়া অতিথি সেবা কর।"

তুলাধার পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের আবশ্যকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য পত্নীকে নিযুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসু কৃতবোধের নিকটে বসিলেন। কৃতবোধ তুলাধারকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, "হে তুলাধার! আপনার অসামান্য জ্ঞান দর্শনে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি! যে পথ অব-

লঙ্ঘন করিয়া আপনি উহা লাভ করিয়াছেন তাহা আমাকে বলুন।" ব্যাধ বলিলেন, "হে বিপ্র! কেবল পিতৃ-মাতৃ পূজা করিয়াই আমি উহা পাইয়াছি।"

পিতৃ-মাতৃ পূজার ফলে মানব সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং অতুল ধনজন-সুখ লাভ করে। আপনি শ্রবণ করুন, আমি যথাশাস্ত্র পিতৃ-মাতৃ পূজার নিয়মাদি বলিতেছি।

পিতৃ-মাতৃ পূজা।

যে কোন মাসে নিজের জন্মবারে পিতৃ-মাতৃ পূজা আরম্ভ করিতে হয়। যাঁহারা জন্মবার জ্ঞাত নহেন তাঁহারা রবিবারে পূজা আরম্ভ করিবেন। পূজা আরম্ভ করিয়া দৈনিক পূজা করা বিধান। যাঁহাদের দৈনিক অবসর সম্ভব নয় তাঁহারা সপ্তাহে আরম্ভ বারে, যাঁহাদের সপ্তাহে সম্ভব নয় তাঁহারা প্রতি মাসের যে কোন আরম্ভ বারে এবং যাঁহাদের তাহাও সম্ভব নয় তাঁহারা বার্ষিক আরম্ভ বারে পূজা করিবেন। পিতা মাতা জীবিত না থাকিলে বার্ষিক তাঁহাদের মৃত্যুদিনেও এই পূজা করণীয়। সাক্ষাৎ পিতা মাতাকে বসাইয়া পূজা করা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। তাহা সংঘটন না হইলে তাঁহাদের মূর্ত্তি (ফটো) আসনে রাখিয়া পূজা করিতে হয়। একজনকে যদি সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং আর এক জনের অভাব হয় তাহা হইলে সাক্ষাৎ জনের পার্শ্বে আর এক জনের মূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করা যায়। যদি উভয়ের অভাব হয় এবং মূর্ত্তিও না থাকে তাহা হইলে মানস পূজার পুষ্প আসনের উপর রাখিয়া পূজা করিতে হয়। যদি একজনের মূর্ত্তি থাকে এবং অপরের মূর্ত্তির

অভাব হয়, তাহা হইলে ঐ মূর্ত্তির পার্শ্বে অপরের মানস পূজার ফুলটী বসাইয়া পূজা করিতে হয়। ইচ্ছা হইলে শিব লিঙ্গের উপরও পিতৃমাতৃ পূজা করিতে পারা যায়। বিবাহিত ব্যক্তিদের সস্ত্রীক পূজা করাই শ্রেয়ঃ।

পিতৃমাতৃ পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্য।

১। পিতামাতা বা পিতামাতার মূর্ত্তি (ফটো) বা শিবলিঙ্গ।

২। আসন তিনখান (সস্ত্রীক পূজা করিলে চারিখান)।

৩। এক ঘটী জল ও এক জোড়া কোশাকোশী (সস্ত্রীক পূজা করিলে দুই জোড়া।

৪। একটী শঙ্খে জল, ফুল, চন্দন, দূর্ব্বা, তিল, কুশ, আতপ চাউল, যব এবং সর্ষপ। (ইহাদের মধ্যে যত যোগাড় হয়)

৫। একটী তাম্রকুণ্ড এবং সাক্ষাৎ পিতা মাতার পূজা করিলে পা ধোয়াইবার জন্য দুইটী বাটী।

৬। একটী ঘণ্টা, একটী ধূনচী, এবং একটী প্রদীপ।

৭। একখান থালায় ফুল, চন্দন, আতপ চাউল, দূর্ব্বা, তুলসী এবং বিল্বপত্র। (ইহাদের মধ্যে যত যোগাড় হয়)

৮। দুইখান থালায় (যথাসাধ্য) উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য, দুই গেলাস জল এবং দুটী ডিবেতে পান।

পূজার দ্রব্য অর্পণ বিধি।

পিতামাতার আসনদ্বয়ের সম্মুখে মধ্যস্থানে তাম্রকুণ্ডটী রাখিয়া তাহাতে পূজার দ্রব্যাদি প্রদান করিতে হয়। বামহস্তে দক্ষিণ কনুই স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে পূজার দ্রব্য দিতে হয়।

১। পাদ্য—

সাক্ষাৎ পূজায় পা ধোয়াইয়া দিতে হয়। মূর্ত্তিতে, ফুলে বা শিব-লিঙ্গে পূজা করিলে পদের উদ্দেশে জল তাম্রকুণ্ডে দিতে হয়।

২। অর্ঘ্য—

পূর্ব্বকথিত শঙ্খটী পিতামাতার মাথায় স্পর্শ করাইতে হয়। শঙ্খের সংগ্রহ না হইলে দূর্ব্বা ও চাউল মাথায় স্পর্শ করাইয়া তাম্রকুণ্ডে ফেলিতে হয়। ফুলে বা শিবে পূজা হইলে মাথার উদ্দেশে প্রদান করিতে হয়।

৩। আচমনীয়—

হাতে একটু জল লইয়া পিতা মাতার ওষ্ঠদ্বয় ধুইয়া দিতে হয়। মূর্ত্তিতে, ফুলে বা শিবলিঙ্গে পূজা হইলে মুখের উদ্দেশে জল তাম্রকুণ্ডে দেয়।

৪। গন্ধ—

সাদা চন্দন নাসিকার নিকট একটু ধরিয়া কপালে দিয়া দিতে হয়। ফুলে বা শিবে পূজা হইলে কপালের উদ্দেশে তাম্র-কুণ্ডে দেয়।

৫। পুষ্প—

ফুলদ্বারা সাজাইতে হয়। ফুলে বা শিবে পূজা হইলে ফুল তাম্রকুণ্ডে দিতে হয়।

৬। ধূপ—

বাম হাতে ঘণ্টা বাজাইয়া দক্ষিণ হাতে ধূপ লইয়া ধীরে ধীরে পিতামাতার বামদিক দিয়া নাসিকা পর্য্যন্ত তুলিয়া দক্ষিণ দিক দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া তাঁহাদের বামে রাখিতে হয়। ফুলে বা লিঙ্গে পূজা হইলে উদ্দেশে ঐরূপ করণীয়।

৭। দীপ—

বাম হাতে ঘণ্টা বাজাইয়া দক্ষিণ হাতে দীপ লইয়া ধীরে ধীরে পিতামাতার দক্ষিণ দিক দিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত তুলিয়া বাম-দিক দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া তাঁহাদের দক্ষিণে রাখিতে হয়। অসাক্ষাৎ পূজায় উদ্দেশে ঐরূপ করণীয়।

৮। নৈবেদ্য—

দুই হস্তে ভোজ্য সহ থালা ধরিয়া পিতামাতার হস্তে দিতে হয়। অসাক্ষাৎ পূজায় ঐরূপ থালা ধরিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে হয় যে, তাঁহারা আহার করিয়া প্রীত হইলেন।

৯। পানীয় জল—

গেলাস সহ জল দুই হাতে ধরিয়া পিতামাতার হস্তে দিতে হয়। অসাক্ষাৎ পূজায় পূর্ব্বরূপ চিন্তা করিতে হয়।

১০। তাম্বুল—

ডিবে সহ পান পূর্ব্ব প্রণালীতে দিতে হয়।

পিতৃ-মাতৃ পূজার অঙ্গ।

১। আচমন।
২। সঙ্কল্প।
৩। আসন শুদ্ধি।
৪। সামান্যার্ঘ্য স্থাপন।
৫। ভূতাপসারণ।
৬। করশুদ্ধি।
৭। পূজাদ্রব্য শুদ্ধি।
৮। গণেশকে গন্ধ পুষ্প দান।
৯। গুরু, গঙ্গা, সূর্য্য, চন্দ্র, এবং বহ্নি আদি প্রত্যক্ষ দেবতাদের গন্ধপুষ্প দান।
১০। পিতৃ-পূজা।
১১। মাতৃ-পূজা।
১২। পিতৃলোকের তুষ্টি সাধন ও পিতামাতার চরণামৃত পান।

প্রত্যহ প্রাতে পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া এবং সময় থাকিলে তাঁহাদের মানস পূজা করিয়া স্তবাদি পাঠান্তে শয্যা-ত্যাগ করিতে হয়। তারপর আহারের পূর্ব্বে পিতৃ-মাতৃ পূজা করিতে হয়। সায়াহ্নে অবসর থাকিলে মানস পূজা করিতে হয় এবং রাত্রে শয়নের জন্য শয্যায় গমন করিয়া পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের স্তব পাঠ ও প্রণাম করিয়া নিদ্রা যাইতে হয়।

হে কৃতবোধ! এইরূপে নিত্য পিতৃ-মাতৃ পূজা করিলে পূজ-কের অচিরে বাসনা পূর্ণ হয়। এখন আপনাকে পূজার মন্ত্রাদি সমস্ত বলিব, আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

সন্তান পিতামাতার নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া বলিবেন, "হে প্রত্যক্ষ দেবতাদ্বয়! আপনারা আজ্ঞা করুন আমি আপ-নাদের পূজা করিব।" পিতামাতা 'তথাস্তু' বলিলে দুইখান আসন বিছাইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণ মুখ করিয়া বসাইয়া নিজে (পত্নীসহ পূজা করিলে উভয়ে) আসন বিছাইয়া উত্তর মুখ হইয়া বসিবেন।

মূর্ত্তিতে, ফুলে বা শিবে পূজা করিলে পিতামাতার উদ্দেশে জানু পাতিয়া বসিয়া ঐরূপ বলিবেন এবং তাঁহারা 'তথাস্তু' বলি-লেন চিন্তা করিয়া আসন দুইখান বিছাইবেন। মূর্ত্তিতে পূজা হইলে মূর্ত্তি দুইখান আসনের উপর রাখিবেন। ফুলে পূজা হইলে এখন কেবল আসন পাতিয়া রাখিবেন। তারপর মানস পূজায় ধ্যান পাঠকালীন যে ফুল গ্রহণ করিয়া ধ্যান পড়া হইবে সেই ফুল ঐ আসনের উপর রাখিতে হইবে। আসন দুইখানার সম্মুখে মধ্যস্থানে তাম্রকুণ্ডটী রাখিবেন। শিবে পূজা

করিলে শিবটী এই তাম্রকুণ্ডে বসাইবেন। বাটী দুইটী আসন দুইখানার সম্মুখে রাখিবেন। সস্ত্রীক পূজায় পতি যাহা করিবেন, পত্নীও তাহাই করিবেন।

আচমন—

'নমো বিষ্ণুঃ' বলিয়া তিন বিন্দু জল দক্ষিণ হাতে লইয়া তিনবারে পান করিতে হয়।

সঙ্কল্প—

দক্ষিণহাতে কোশীতে একটু জল ও তিল লইয়া বলিতে হয়, "নমো বিষ্ণুঃ। অদ্য সর্ব্বদেবতাপ্রীতয়ে অতুলসুখসম্পদ-লাভ-কামো মাতাপিত্রৌ অহং পূজয়িষ্যে।" তারপর জলটুকু ঈশানকোণে ফেলিয়া দিবেন।

আসন শুদ্ধি—

লালচন্দন দ্বারা নিজের আসনের নীচে একটী ত্রিভুজ আঁকিয়া তাহাতে "এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া একটী গন্ধপুষ্প (চন্দনমাখান ফুল) দিতে হয়। আসন ধরিয়া বলিতে হয়, "অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।"

হাতযোড় করিয়া বলিতে হয়।

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতালোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং॥

তারপর আসনের উপর একটী ত্রিভুজ আঁকিয়া "এতে গন্ধ-পুষ্পে আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" বলিয়া তাহাতে একটী গন্ধপুষ্প দিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন (জলশুদ্ধি)—

নিজের বামদিকে ভূমিতে চন্দন দ্বারা একটী ত্রিভুজ আঁকিয়া তাহাতে "এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া একটী গন্ধপুষ্প দিতে হয়। কোশা ধুইয়া ঐ ত্রিকোণের উপর রাখিয়া কোশাতে জল দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র চন্দন ফুল ও আতপ চাউল দিতে হয়। তারপর দক্ষিণ হস্তের মধ্য আঙ্গুলকে * তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্বে যোগ করিয়া ঈষৎ বক্র করিবেন এবং মধ্যমার আকুঞ্চিত পৃষ্ঠ ভাগ দ্বারা জল আলোড়ন করিয়া বলিবেন,—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

ভূতাপসারণ—

বামহাতে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হাতে গুটিকত আতপ চাউল ছড়াইতে ছড়াইতে বলিতে হয়।

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

করশুদ্ধি—

একটী লালফুলে চন্দন মাখাইয়া উহা উভয় কর দ্বারা পেষণ

---

* "ঋজ্বীং মধ্যমাং কৃত্বা তর্জ্জনীমধ্যপর্ব্বণি।
সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিন্মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা॥"

ইহাকে অঙ্কুশ মুদ্রা বলে। ব্যবহার তর্জ্জনীকে আকুঞ্চন করা। কিন্তু শ্লোকে মধ্যমা আকুঞ্চন বুঝায়। মধ্যমা তেজের পরিচায়ক। তেজ জল পরিষ্কারক। সুতরাং মধ্যমাই যুক্তিসঙ্গত জলশুদ্ধি কারক।

করিবেন এবং একবার আঘ্রাণ করিয়া ঈশানকোণে ফেলিয়া দিবেন।

পূজাদ্রব্যশুদ্ধি—

"বং" বলিতে বলিতে শুদ্ধ জলের ছিটা পূজা দ্রব্যে দিয়া, সমস্ত অমৃতময় হইল চিন্তা করিতে হয়।

গণেশকে গন্ধপুষ্প—

"এতে গন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প তাম্রকুণ্ডে দিবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতাপূজা—

প্রত্যেক মন্ত্রে এক একটী গন্ধপুষ্প তাম্রকুণ্ডে দিবেন।

"এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরুবে নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে গঙ্গায়ৈ নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে চন্দ্রায় নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নয়ে নমঃ।"

পিতার মানসপূজা—

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বুকের নিকট একটী ফুল ধরিয়া পিতার মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতে দেখিতে ধ্যান পাঠ করিয়া ফুলটী পিতার আসনে রাখিবেন।

ধ্যান—

মনইন্দ্রিয়সমাবৃতং সূক্ষ্মদেহবিধায়িনং।
ধ্যায়েৎ জন্মদাতারং মে অসিবংশিমুণ্ডকরং ॥

মনে মনে পূজার দ্রব্যাদি দিবেন।

ইমং ক্ষিতিতত্ত্বং গন্ধং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে
সর্ব্বদেবময়ায় নিবেদয়ামি।

ইদং আকাশতত্ত্বং পুষ্পং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে
সর্ব্বদেবময়ায় নিবেদয়ামি।

ইমং বায়ুতত্ত্বং ধূপং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে
সর্ব্বদেবময়ায় নিবেদয়ামি।

ইমং তেজস্তত্ত্বং দীপং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে
সর্ব্বদেবময়ায় নিবেদয়ামি।

ইদং অপ্‌তত্ত্বং নৈবেদ্যং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে
সর্ব্বদেবময়ায় নিবেদয়ামি।

মনে মনে প্রণাম করিবেন।

পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

সাক্ষাৎ পিতামাতাকে পূজা করিলে আবাহন অনাবশ্যক। যদি একজন সাক্ষাৎ হয় এবং অপর জন অসাক্ষাৎ থাকেন তাহা হইলে যিনি অসাক্ষাৎ তাঁহারই মাত্র আবাহন করিতে হয়। উভয় অসাক্ষাৎ হইলে উভয়কেই আবাহন করিতে হইবে।

আবাহন—

ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি পিতঃ।
অধিষ্ঠানং কুরু অত্র মম পূজাং গৃহাণ চ॥

বলিয়া চিন্তা করিবেন যে, পিতা আসিয়া আসনের উপর (মূর্ত্তি থাকিলে মূর্ত্তির অভ্যন্তরে) বসিলেন।

তখন "হে পিতঃ! আজ্ঞাপয় মাতরং আবাহয়ামি" বলিবেন এবং চিন্তা করিবেন যে, পিতা 'তথাস্তু' বলিলেন।

মাতাকে আবাহন করিবেন। যথা—

ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি মাতঃ।
অধিষ্ঠানং কুরু অত্র মম পূজাং গৃহাণ চ॥

বলিয়া মাতা পিতার বামপার্শ্বে আসনে বসিলেন, চিন্তা করিবেন (মূর্ত্তি থাকিলে তাহারি অভ্যন্তরে বসিলেন)।

পিতার বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই উভয়কে বা যাঁহার অভাব থাকিবে তাঁহাকে আবাহন করিয়া লইবেন। মাতা বর্ত্তমানে পিতার আবাহন করিতে আজ্ঞা লইতে হইবে না, কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে মাতার আবাহন করিতে পিতার আজ্ঞা লইতে হইবে।

বাহ্যপূজা—

পুনরায় পিতার ধ্যান পাঠ করিয়া দশোপচার পূজা করিবেন। যথা—

এতৎ পাদ্যং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে পিতার দক্ষিণপদ তাঁহার সম্মুখের বাটীটার উপর রাখিয়া ঘটীর জলদ্বারা ধুইয়া গামছার দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া দিবেন।

ইদং অর্ঘ্যং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে জল দূর্ব্বা আতপচাউল ইত্যাদি সহ শঙ্খ বা দূর্ব্বাসহ কিছু আতপচাউল পিতার মাথায় স্পর্শ করাইয়া তাম্রকুণ্ডে রাখিবেন।

ইদং আচমনীয়ং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে একটু সামান্যার্ঘ্যের জলদ্বারা পিতার ওষ্ঠ-দ্বয় ধুইয়া দিবেন।

এষ গন্ধঃ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে একটু চন্দন পিতার নাসিকার নিকট এক-বার ধরিয়া উহা তাঁহার কপালে দিয়া দিবেন।

এতৎ পুষ্পং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে ফুল দ্বারা পিতাকে সাজাইয়া দিবেন।

এষ ধূপঃ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে বামহাতে ঘণ্টা বাজাইয়া ধূঁপ পিতার বামদিক দিয়া নাসিকা পর্য্যন্ত তুলিয়া দক্ষিণদিক দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া পিতার বামে রাখিবেন।

এষ দীপঃ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে ঘণ্টা বাজাইয়া দীপ পিতার দক্ষিণদিক দিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত তুলিয়া বামদিক দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া পিতার দক্ষিণদিকে রাখিয়া দিবেন।

এতৎ নৈবেদ্যং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে উপাদেয় দ্রব্যাদি পিতাকে ভোজন করিতে দিবেন।

ইদং পানার্থং জলং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে
সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে এক গেলাস্ জল দিবেন।

ইদং তাম্বুলং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় নমঃ।

বলিতে বলিতে ডিবেতে পান দিবেন।

তারপর পিতার পদ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিবেন—

পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এইরূপে পিতাকে প্রণাম করিয়া পিতার স্তব পাঠ করিবেন।

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে॥
সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ॥
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদাপরাধক্ষমিণে সুখায় সুখদায় চ॥
দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥
তীর্থস্নানতপোহোমজপাদি যস্য দর্শনং।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥
যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটীশঃ পিতৃতর্পণং।
অশ্বমেধ শতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥
ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধ দিনেঽপি চ॥
স্বজন্ম দিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোঽপি বা।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাঞ্ছিতং॥
নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ।
স ধ্রুবং প্রবিধায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ।
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মাণ্যথার্হতি॥

স্তব পাঠান্তে মাতৃ-পূজার জন্য পিতার নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করিবেন।

"পিতঃ আজ্ঞাপয় মাতরং পূজয়ামি।"

পিতা "তথাস্তু" বলিলে (বা বলিলেন চিন্তা করিয়া) মাতৃ-পূজা আরম্ভ করিবেন।

মাতৃপূজায় মানস পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর সমস্তই পিতৃপূজার ন্যায় করিতে হয়।

মানস পূজা—

বুকের নিকট একটী ফুল ধরিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান পড়িয়া ফুলটী মাতার আসনে রাখিবেন।

দশেন্দ্রিয়সমাযুতাং স্থূলদেহবিধায়িনীং।
ধ্যায়েৎ গর্ভধাত্রীং জয়াং বরাভয়করাং শুভাং॥

মনে মনে পূজার দ্রব্যাদি অর্পণ করিবেন।

ইমং ক্ষিত্যাত্মকং গন্ধং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে
ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নিবেদয়ামি।

ইদং আকাশাত্মকং পুষ্পং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে
ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নিবেদয়ামি।

ইমং বায়্বাত্মকং ধূপং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে
ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নিবেদয়ামি।

ইমং তেজআত্মকং দীপং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে
ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নিবেদয়ামি।

ইদং অপাত্মকং নৈবেদ্যং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে
ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নিবেদয়ামি।

মনে মনে প্রণাম করিবেন।

মাতা ধরিত্রীজননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।

ত্বাং নমামি মহামায়া নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥

বাহ্যপূজা—

পুনরায় ধ্যান পাঠ করিয়া মাতার দশোপচার পূজা করিবেন। পিতৃপূজা-কালীন দ্রব্যাদি যেরূপ ভাবে পিতাকে দেওয়া হইয়াছিল, মাতৃপূজা-কালীনও মাতাকে সেইরূপ ভাবে দ্রব্যাদি দেওয়া হইবে। কেবল পাদ্য দিবার সময় মায়ের বামপদ ধুইয়া দিতে হইবে।

এতৎ পাদ্যং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

ইদং অর্ঘ্যং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

ইদং আচমনীয়ং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

এষ গন্ধঃ নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

এতৎ পুষ্পং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

এষ ধূপঃ নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

এষ দীপঃ নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

এতৎ নৈবেদ্যং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

ইদং পানার্থং জলং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

ইদং তাম্বুলং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ।

মাতার পদ নিজের মাথায় স্পর্শ করাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিবেন।

মাতা ধরিত্রীজননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।

ত্বাং নমামি মহামায়া নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥

এইরূপে প্রণাম করিয়া হাতযোড় করিয়া স্তব পড়িবেন।

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি বিষ্ণুসমঃ প্রভুঃ।
নাস্তি শম্ভুসমঃ পূজ্যো নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥
মাতা ধরিত্রীজননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।
দেবী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমাধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়াজয়া॥
দুঃখহন্ত্রীতি নামানি মাতুরেবৈক বিংশতিম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বদুঃখাদ বিমুচ্যতে॥

তারপর "পিতঃ ক্ষমস্ব" "মাতঃ ক্ষমস্ব" বলিয়া একটু জল তাম্রকুণ্ডে দিবেন।

ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পিতৃলোকের তুষ্টির জন্য তাঁহাদের উদ্দেশে বলিবেন,—

"ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যচ্ছ্রাদ্ধস্য
যোগ্যং স্বপিতৃন্নতোঽস্মি।
তৃপ্যন্তুভক্ত্যা পিতরো ময়ৈতৌ ভুজৌ
ততৌ বর্ত্মনি মারুতস্য॥"

অবশেষে পিতামাতার পদধৌত জল নিম্নোক্তমন্ত্রে মাথায় ধারণ করিয়া পান করিবেন।

সদ্যঃফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনং।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনং॥
সর্ব্বশত্রুপ্রশমনং সর্ব্বভোগপ্রদায়কং।
সর্ব্বতীর্থস্য ফলদং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণং॥
মহাপাপগ্রহগ্রস্তো ব্যাপ্তোরোগশতৈরপি।
পিত্রোঃ পাদোদকং পীত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

চরণামৃত পান করিয়া পিতামাতার নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বকার্য্যে গমন করিবেন।

হে তপস্বী ব্রহ্মন! এইরূপে প্রত্যহ পিতৃ-মাতৃ পূজাকারী সন্তান দেবতা সাদৃশ্য লাভ করেন এবং ইহকালেই স্বর্গসুখ ভোগ করেন।"

কৃতবোধ একমনে তুলাধারের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তুলাধার কথা শেষ করিলে তিনি "সাধু! সাধু! বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হে ব্যাধ! আপনার মানব জন্ম সার্থক! আপনি ধন্য! আজ আপনার সংসর্গে আমিও ধন্য হইলাম। আপনার মহৎ ও সরল ধর্ম্মপথের বিষয় অবগত হইয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে আমি অচিরে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। হে তুলাধার! পিতামাতা সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলে, সাক্ষাৎ পূজার অসুবিধা হইলে কিম্বা তাঁহাদের অভাব হইলে কিরূপে পূজা করিব?"

ব্যাধ বলিলেন, "তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি থাকিলে তাহাতে পূজা করিবেন। উহা না থাকিলে মানস পূজার ধ্যানের ফুলটী আসনে বসাইয়া পূজা করিবেন। ইচ্ছা হইলে শিবলিঙ্গেও এ পূজা হয়া যায়।"

কৃতবোধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি পিতামাতার মধ্যে এক জনের অভাব হয় তাহা হইলে কিরূপে পূজা করিব?"

ব্যাধ বলিলেন, "পিতার অভাব হইলে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি মাতার দক্ষিণে এবং মাতার অভাব হইলে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পিতার বামে বসাইয়া পূজা করিবেন। প্রতিমূর্ত্তি না থাকিলে মানস পূজার ফুলটী ঐ ভাবে বসাইয়া লইবেন।"

কৃতবোধ বলিলেন, "হে মৃগবধাজীব! মানব কতকাল এই পিতৃমাতৃ পূজা করিবে?"

ব্যাধ বলিলেন, "যাবৎ না মানব এই পূজা করিতে করিতে অতুল সুখসম্পদ লাভ করিয়া তৎসমুদয় গুরুকে অকাতরে দান করিতে সমর্থ হইবেন তাবৎ কালই তিনি মাতৃপিতৃ পূজা করিবেন। হে ব্রহ্মন্! যাবৎ দেহাত্মজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ দেহের কর্ত্তা পিতামাতাই মানবের দেবতা। দেহাত্মজ্ঞান বিনষ্ট হইবার সময় আসিলে, পাপবিনাশক গুরুই সাধকের দেবতা।"

কৃতবোধ বলিলেন, "হে মৃগয়ু! দেহ অসুস্থ থাকিলে বা পূজার দ্রব্যের যোগাড় না থাকিলে কিরূপে পূজা করিব।"

ব্যাধ বলিলেন, "ঐরূপ অবস্থায় কেবল মানস পূজা করিলেই কার্য্য হইবে।"

কৃতবোধ এইরূপ কথোপকথনের পর ব্যাধের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্যাধকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিয়া স্বগৃহে গমন করিয়া পিতৃমাতৃ পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

"দেবগন্ধর্ব্বগোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথা পরান্।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতৃপিতৃপরায়ণাঃ॥"

"রামায়ণ।"

সম্পূর্ণ